বন্যায় বিপর্যস্ত শিক্ষা

এম এইচ রবিন
১১ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

দেশে বন্যা কোনো নতুন দুর্যোগ নয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান তীব্রতায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর চরিত্র বদলে গেছে। এক সময়ের সাময়িক জনদুর্ভোগ এখন রূপ নিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি সংকটে, যার সরাসরি আঘাত পড়ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। বন্যা মানেই এখন পাঠদান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, শ্রেণিকক্ষ আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তর এবং লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন থেকে মূল্যবান সময় হারিয়ে যাওয়া।

চলমান এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার মাঝপথে চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন পাঁচ জেলার পরীক্ষা দ্বিতীয়বারের মতো স্থগিত হওয়ার ঘটনা সংশ্লিষ্টদের সামনে বড় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে- প্রতিবছরই কি শিক্ষার্থীরা এমন অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে, নাকি সময় এসেছে জলবায়ু বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষাসূচিকে নতুন করে মানিয়ে নেওয়ার?

পরীক্ষা স্থগিত চট্টগ্রামে, তবে চলবে সিলেটে : টানা কয়েক দিনের ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন প্লাবিত। পানি বাড়ার কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পাঁচ জেলা- চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের আজ শনিবারের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এর আগে গত বুধবারের পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি জানিয়েছে, স্থগিত পরীক্ষার নতুন সময়সূচি পরে জানানো হবে। অন্যান্য বোর্ডে পরীক্ষা যথারীতি চলছে।

এদিকে সিলেট বিভাগের পরিস্থিতিও দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। তিন দিনের বৃষ্টি এবং ভারতের ত্রিপুরা থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। মৌলভীবাজারের মনু ও হবিগঞ্জের খোয়াই নদী ইতোমধ্যে বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে; সুরমা ও কুশিয়ারার পানিও ছুঁইছুঁই। উত্তরাঞ্চলে তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদের পানি বাড়ায় নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও রংপুরে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সিলেটে পরীক্ষা চালানো সম্ভব কিনা, তা নিয়ে গতকাল রাতে জরুরি পর্যালোচনায় বসে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড। বৈঠক শেষে জানানো হয় সিলেট বোর্ডে পরীক্ষা যথারীতি চলবে।

এর আগে, গতকাল রাত ৮টায় আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামান আমাদের সময়কে জানান, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পরিস্থিতি আমরা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছি। স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জরুরি ভিত্তিতে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়েছে। বেঞ্চ সরিয়ে সেখানে ঠাঁই নিয়েছে বন্যাকবলিত মানুষ। ফলে কেবল পরীক্ষাই নয়, নিয়মিত পাঠদানও সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে।

মানসিক চাপে পরীক্ষার্থীরা : চট্টগ্রামের রাউজানের শিক্ষার্থী সাদিয়া আক্তার জানান, এক বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। এখন ঘরের ভেতর পানি। বই খুলে বসার চেয়ে পরিবার নিয়ে নিরাপদে থাকাটাই এখন বড় চিন্তা। পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় মানসিক চাপ বাড়ছে।

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির শিক্ষার্থী মো. আরিফ হোসেন জানান, রাস্তাঘাট সব ডুবে গেছে। পরীক্ষা হলেও কেন্দ্রে যাওয়ার উপায় ছিল না। তবে বারবার সূচি পাল্টালে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়।

বর্ষায় কেন পরীক্ষা- প্রশ্ন অভিভাবকদের : শিক্ষার্থীদের অধিকার ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে কাজ করে 'অভিভাবক ঐক্য ফোরাম'। এই ফোরামের সভাপতি মো. জিয়াউল কবির দুলু বলেন, জুন-জুলাই মাস মানেই বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ুর প্রবল সক্রিয়তা ও অতিবৃষ্টি। আর এই সময়টাতেই আয়োজন করা হয় এইচএসসি পরীক্ষা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন আর বন্যাকে 'আকস্মিক দুর্যোগ' বলা চলে না, এটি এখন নিয়মিত বাস্তবতার অংশ।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, পরীক্ষা কেবল একটি প্রশ্নপত্রের বিষয় নয়, এটি শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতিরও অংশ। পরীক্ষা স্থগিত হলে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়, বিশেষ করে প্রান্তিক ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এখন 'জলবায়ু সহনশীল' করে গড়ে তুলতে হবে।

একই কথা বললেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা। প্রতিবছর একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হলে সেটিকে আর দুর্ঘটনা বলা যায় না। এসএসসি ও এইচএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ

পরীক্ষাগুলো বর্ষা মৌসুম এড়িয়ে এমন সময়ে নেওয়া উচিত যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কম থাকে।

দুর্ভোগ বাড়ার শঙ্কা : আবহাওয়া অধিদপ্তরের সর্বশেষ ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ওপর মৌসুমি বায়ু অত্যন্ত সক্রিয়। উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের আধিক্যের কারণে আগামী ১২-১৩ জুলাই পর্যন্ত দেশের প্রায় সব বিভাগেই মাঝারি থেকে অতি ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দ্বীপে সর্বোচ্চ ২১১ মিলিমিটার এবং মাদারীপুরে ১১১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে চলমান বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ : বিশেষজ্ঞরা এই সংকট উত্তরণে কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ করেছেন- এক. বর্ষা মৌসুম সম্পূর্ণ এড়িয়ে একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্বিন্যাস করা। দুই. আবহাওয়া ও বন্যার পূর্বাভাসকে শিক্ষা পরিকল্পনার স্থায়ী অংশ করা। তিন. বন্যাপ্রবণ জেলাগুলোতে আগে থেকেই বিকল্প এবং নিরাপদ পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণ করে রাখা। চার. দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষতি পোষাতে বিশেষ দূরশিক্ষণ বা ডিজিটাল সেবার ব্যবস্থা করা।

এ প্রসঙ্গে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামান জানান, প্রতিবছর জানুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে। আগামীতে কীভাবে এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষা এগিয়ে আনা যায় সেটি নিয়েও ভাবছে শিক্ষা প্রশাসন।